৫৭

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 28 FEB 1997
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৮

আলোকিত চুয়াডাঙ্গা ॥ দু'লাখ মানুষ সাক্ষর হলো পৌনে দুই বছরে

চুয়াডাঙ্গা, ২৭ ফেব্রুয়ারি (নিজস্ব সংবাদদাতা) ।- চুয়াডাঙ্গা জেলায় গণশিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় গত পৌনে দুই বছরে প্রায় সোয়া ২ লাখ নিরক্ষর মানুষ নিরক্ষরতার অভিশাপ মুক্ত হয়েছে। সাক্ষরতার মাধ্যমে তারা আজ দেখতে পেয়েছে আলোর মুখ।

(২-এর পৃঃ দেখুন)

আলোকিত চুয়াডাঙ্গা

(প্রথম পাতার পর)

আজ বৃহস্পতিবার আলোকিত চুয়াডাঙ্গা সমিতির গণশিক্ষা কার্যক্রমের দ্বিতীয় পর্বের প্রায় ১ লাখ ৬০ হাজার বয়স্ক শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। জেলার ৪টি থানার বিভিন্ন কেন্দ্র পরিদর্শনকালে বয়স্ক শিক্ষার্থীদের মধ্যে বেশ উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। তবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের হার শতকরা ৭০ ভাগের মতো। বেশিরভাগ পরীক্ষার্থীই মাঠের দিনমজুর ও কিষানী। এদের সাথে কথা বলে জানা যায়, লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও দারিদ্র্যের কারণে তা সম্ভব হয়নি। আজ তারা লেখাপড়া শিখতে পেরে খুবই খুশি।

গোটা চুয়াডাঙ্গা জেলার ২ লাখ ২০ হাজার ৬শ' ২৮ জন নিরক্ষর নারী-পুরুষকে নিরক্ষরতার অভিশাপ মুক্ত করার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক রফিকুল ইসলাম ১৯৯৫ সালের ৯ জুলাই জেলার বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ, আইনজীবী, সমাজ সেবক, ব্যবসায়ী, এনজিও কর্মকর্তা, শিক্ষক ও সরকারী-বেসরকারী পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ সর্বস্তরের জনগণকে নিয়ে এক সাধারণ সভার মাধ্যমে আলোকিত চুয়াডাঙ্গার সূচনা করেন। শুরু হয় স্থানীয় জনসাধারণের অর্থ ও স্বেচ্ছা শ্রমে গণশিক্ষা কার্যক্রম। প্রথম পর্যায়ে, সমিতি ৪৮ হাজার ৩শ' ৪১ জনকে নিরক্ষরমুক্ত করেন। এরপর গত ১ জানুয়ারি থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ের ১ লাখ ৫৮ হাজার নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে নিরক্ষরমুক্ত করার কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। সমিতির এই কার্যক্রমের স্বীকৃতিস্বরূপ সমিতির সরকারী অনুদান প্রাপ্ত হয় মাত্র ৪মাস বয়সেই। দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যক্রমও বেশ জোরেশোরে চলতে থাকে।